ত্রৈমাসিক

তথ্য সাময়িকী

২০১৮ অক্টোবর-ডিসেম্বর ● কার্তিক-পৌষ ১৪২৫

ভেতরের পাতায়

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৮ ০২
পিকেএসএফ-এর নতুন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০২
সেমিনার: টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের আহ্বান ০৩
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম ০৪
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) ০৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি ০৫
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ০৬
PPEPP: অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নতুন প্রকল্প ০৬
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম ০৭
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট ০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন ০৮-০৯
আবাসন ঋণ কর্মসূচি ১০
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প ১০
খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্প ১১
নাগরিক সেবার উদ্ভাবন ১১
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট ১২
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি ১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৩-১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র ১৫
ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে কৌশলগত সভা ১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
প্রধান অতিথি: জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
সভাপতি: ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পিকেএসএফ
বিশেষ অতিথি: জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্মানিত অতিথি: জনাব নাজনীন সুলতানা, সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, পিকেএসএফ
স্বাগত বক্তা: জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
২১ অক্টোবর ২০১৮, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮। 'মেধা ও মননে সুন্দর আগামী' -- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এই মহা আয়োজন। পিকেএসএফ পরিচালিত 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'র আওতায় দেশের প্রায় ১১ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে সৃজনশীল ও জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাইকৃত ৭১০ কিশোর-কিশোরী সম্মেলনে অংশ নেয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ সদস্য জনাব নাজনীন সুলতানা, এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, যুদ্ধপীড়িত দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা দেশের মাটি ও মানুষের উপযুক্ত ব্যবহারের আহবান জানিয়েছিলেন। আজকের কিশোর-কিশোরীরা সেই আহবান হৃদয়ে ধারণ করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে এবং তাদের নেতৃত্বেই ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ব্যাপক ও বিস্তৃত সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। তারই অংশ হিসেবে এই কিশোর-কিশোরী সম্মেলনের আয়োজন। আপন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে বলীয়ান ভবিষ্যত জাতি গঠনে পিকেএসএফ-এর এই কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া-চর্চার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সুকুমার বৃত্তি বিকাশের মাধ্যমে উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্যে 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি' পরিচালনা করছে পিকেএসএফ। কিশোর-কিশোরীদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উন্নয়নে ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের।

সম্মেলনে জঙ্গিবাদ নিয়ে সচেতনতামূলক কাজ করে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশী তরুণী জনাব তনিমা আফরোজ, নারী অধিকারকর্মী ও সাইক্লিস্ট জনাব কানিজ ফাতেমা ছন্দা এবং বাংলাদেশে বেড়ে উঠা প্রথম আয়রনম্যান খেতাব জয়ী জনাব শামছুজ্জামান আরাফাতকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। কিশোর-কিশোরীদের 'মেধা ও মননে সুন্দর আগামী' গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার শপথ পাঠ করান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সম্মেলনে একজন কিশোর, একজন কিশোরী ও একজন শিক্ষক বক্তব্য প্রদান করেন। দ্বিতীয় পর্বে ছিলো 'আনন্দঘন অংশগ্রহণমূলক শিখনের মাধ্যমে নেতৃত্ব ও নৈতিকতা' বিষয়ক কর্মশালা।

সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেন। সম্মেলনের শেষাংশে ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজন। অনুষ্ঠানে প্রেরাণাদায়ী কবিতা আবৃত্তি করেন মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি।

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৮

পিকেএসএফ-এর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতিত্ব করেন।

পর্ষদ সদস্যবৃন্দের মধ্যে ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জনাব পারভীন মাহমুদ, জনাব নাজনীন সুলতানা, ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ, জনাব সি. এম. শফি সামী, জনাব মোঃ ফজলুল হক, জনাব নাজির আহমেদ খান, ড. নাজনীন আহমেদ, প্রফেসর শফি আহমেদ, জনাব এস. এম. ওয়াহিদুজ্জামান বাবুর, জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ, বেগম মনোয়ারা হাকিম আলী, জনাব মহসিন আলী, ড. রমণীমোহন দেবনাথ, ড. নিয়াজ আহমেদ খান, জনাব মনোয়ারা বেগম এবং ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ এই উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের যে ধারা পিকেএসএফ শুরু করেছে, তা আগামীতে আরও বেগবান হবে। তিনি পিকেএসএফ-এর অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুল-আলোচিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির অর্জন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই কর্মসূচি সদস্যদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ আরো অধিক সংখ্যক ইউনিয়নকে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সর্বদাই অনুরোধ করে থাকে। অতিদারিদ্র্য নিরসনে 'পাথওয়ে টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপি)', দারিদ্র্য-পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট'-সহ নতুন কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে পিকেএসএফ, যেগুলো বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণে সহায়ক হবে। এছাড়া, পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যমান কার্যক্রমে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১২টিরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বলে মন্তব্য করেন প্রথিতযশা এই অর্থনীতিবিদ।

পর্ষদ সদস্যবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত/পরামর্শ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। সভা সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে।

সভায় চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক রচিত অঙ্গীকারনামার ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পিকেএসএফ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নকর্মীদের গণমানুষের টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এই অঙ্গীকারনামা রচনা করা হয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** ভিডিও ডকুমেন্টারিটি নির্মাণ করেছে। সভায় পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এই ভিডিও ডকুমেন্টারি বিশেষভাবে উপভোগ করেন এবং এটির ভূয়সী প্রশংসা ও দেশব্যাপী ব্যাপকতর প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন।

পর্ষদ সভায় পিকেএসএফ-এর মনোনীত নিরীক্ষক S.F. Ahmed & Co. চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্-এর প্রতিনিধি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সম্বলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করেন।

প্রতিবেদনে উপস্থাপিত আর্থিক বিবরণীসমূহ আন্তর্জাতিক হিসাবমান (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) বজায় রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সভায় সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে জনাব মহসিন আলী, ড. রমণীমোহন দেবনাথ এবং জনাব মনোয়ারা বেগমকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য মনোনয়ন এবং বিআইডিএস-এর প্রাক্তন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. শরীফা বেগম এবং বিআইবিএম-এর Supernumerary Professor ও পূবালী ব্যাংকের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব হেলাল আহমদ চৌধুরীকে আগামী দু'বছরের জন্য মনোনয়ন প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় জনাব সি. এম. শফি সামী এবং জনাব বুলবুল মহলানবীশ-এর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় বিদায়ী শুভেচ্ছা জানানো হয়।

পিকেএসএফ-এর নতুন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পিকেএসএফ-এর নতুন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন জনাব একিউএম গোলাম মাওলা। তার পদোন্নতি ৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। এর পূর্বে, ২০১২ সাল থেকে তিনি এই সংস্থার মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। জনাব গোলাম মাওলা ১৯৯৪ সালের ৭ এপ্রিল ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে প্রথম পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম, কর্মসৃজনের মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন, সদস্যদের আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য-কৃষি-প্রাণিসম্পদ খাতের বৈচিত্র্যায়ন ও বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, দরিদ্রবান্ধব সৃজনশীল উদ্যোগের বিকাশ, অতিদরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সহযোগী সংস্থার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পিকেএসএফ-এর অভ্যন্তরীণ পরিচালন প্রক্রিয়ায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ব্যবস্থাপনায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন জনাব গোলাম মাওলা। তিনি ইতালি, ডেনমার্ক, থাইল্যান্ডসহ দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মেয়াদে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সেমিনার: টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের আহ্বান

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও সবক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা এখনও অনুপস্থিত। মজুরি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, সহিংসতা, নিপীড়ন, গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সম্প্রতি এক সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণা ফলাফলে এমন চিত্র উঠে আসে।

পিকেএসএফ ভবনে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে **গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ** প্ল্যাটফর্মের আয়োজনে এসডিজি ৫: *জেন্ডার সমতা* বিষয়ক এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাসিমা বেগম, এনডিসি, বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুলতানা আফরোজ এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। মূল উপস্থাপনার ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপক সালমা আক্তার, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেমিনারে *টেকসই উন্নয়ন ও পিকেএসএফ* এবং *হাওরের চালচিত্র* শীর্ষক দুইটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন ও পিকেএসএফ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

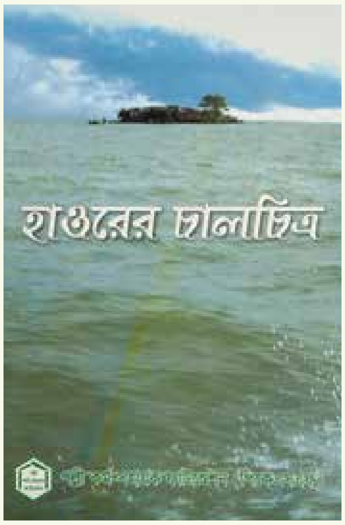

Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls শীর্ষক গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী পরিচালক ড. নিলুফার বানু। তিনি বলেন, ৮০ শতাংশেরও বেশি নারী পরিবারের ভেতরে বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতনের শিকার এবং প্রায় ৯২ শতাংশ নারী বাড়ির বাইরে চলাফেরায় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হবার কথা জানিয়েছেন।

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি প্রশংসনীয় হলেও সামগ্রিক চাকরির বাজার এবং প্রাতিষ্ঠানিক শীর্ষ পদে তাদের উপস্থিতি পুরুষের তুলনায় এখনও অনেক কম। সকল ক্ষেত্রে ন্যায্যভাবে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা না গেলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধান অতিথি জনাব নাসিমা বেগম বলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নানা রকমের ঘাটতি রয়ে গেছে। সেকারণে আমাদের শিশুরা নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিষয়ে তেমনভাবে অবহিত হয় না। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে এই বিষয়টিই প্রতিফলিত থাকে। তিনি আরো বলেন, নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাঝে উপযুক্ত সমন্বয় সাধনের বিকল্প নেই। তিনি বর্তমান সরকারের বিভিন্ন নারীবান্ধব উদ্যোগ এবং কর্মসূচির উল্লেখ করে বলেন, সমাজে নারীর জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। তিনি পরিবার থেকেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সমতাসূচক মনোভঙ্গি গড়ে তোলার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।

অতিরিক্ত সচিব জনাব সুলতানা আফরোজ আশা প্রকাশ করেন যে, এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অব্যাহত থাকবে। সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর মত সংস্থার ভূমিকা কার্যকর থাকলে এসডিজি অর্জন অসম্ভব হবে না।

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিসহ পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারের উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এসময়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তা জনাব তাসনুভা হান্নান বলেন, তিনি নিজেও একজন রূপান্তরিত নারী। বিভিন্ন আলোচনায় নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়ের পাশাপাশি রূপান্তরিত নারীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া উচিত।

মানুষকে উন্নয়নের কেন্দ্রে রাখার আহ্বান জানিয়ে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গণমানুষের কার্যকর সম্পৃক্তি ও তাদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। আমরা যখন মানুষের কথা বলি তার মধ্যে অবশ্যই নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের সমাজে নারীর গার্হস্থ্য শ্রমের মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এমনকি কৃষিকাজেও নারীর ভূমিকাকে গণ্য করা হয় না। আমরা যদি সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর অবদানকে পরিমাপ করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই নারীর শ্রমের যথাযথ মূল্য যুক্ত করতে হবে।

জেন্ডার সমতা অর্জনকে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে অভিহিত করে জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ: Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে নতুন ৮টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে, দেশের বিভিন্ন উপকূলীয় চরাঞ্চল ও হাওর অঞ্চলের সম্ভাবনাময় মহিষ পালন খাতের বিকাশে ৪টি পৃথক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বগুড়ায় **দেশি মুরগী পালন সম্প্রসারণ ও বাজার উন্নয়ন** শিরোনামে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন মৌসুমী ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত উন্নয়নে উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে ৩টি পৃথক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম মূল্যায়ন: কলম্বিয়াভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান International Centre for Tropical Agriculture- এর তিন সদস্যের গবেষণা দল ২৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ধামরাই উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন নিরাপদ সবজি চাষ পরিদর্শন এবং উপ-প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের পুষ্টি সচেতনতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন।

২৭-৩০ নভেম্বর ২০১৮ ইফাদের দুই সদস্যের একটি দল Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP) বিষয়ক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেন। মিশনের সদস্যবৃন্দ যশোর জেলায় ফুলচাষ, ফুলের টিস্যু কালচার ল্যাবসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরে কাঁকড়া চাষ, কার্প-গলদা মিশ্রচাষ ও কাঁকড়া হ্যাচারী ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। সমাপনী সভায় মিশন সদস্যরা তাদের উদ্দেশ্য ও মাঠ পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালা: বিগত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণে ভ্যালু চেইন পর্যালোচনা বিষয়ক বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পসমূহের ৫৩ জন ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণ করেন।

PACE প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ই-প্লাটফর্মের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত ত্রৈমাসিকে যশোর ও চট্টগ্রামে দু'টি অনলাইন বিপণন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালা দু'টিতে নির্বাচিত ২০ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে PACE প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের পরিবেশগত ঝুঁকি ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে পরিবেশসম্মতভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার লক্ষ্যে Physical Environment (Waste Management) of Microenterprises' শীর্ষক অপর একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Development Technical Consultants Pvt. Limited (DTCL) পিকেএসএফ-এর পক্ষে সমীক্ষা দু'টি সম্পাদন করেছে।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

দেশের ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিবেশসম্মত উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, এদের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতার পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পিকেএসএফ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বিগত ২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সভাপতিত্বে কার্যক্রম ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৮০টি সহযোগী সংস্থার নিকট থেকে প্রস্তাবনা আহ্বানের জন্য বিগত ৭ ও ৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে দুই দিনের দুটি পৃথক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা দুটিতে সহযোগী সংস্থার ১৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম, বিভিন্ন সেফ-গার্ড ডক্যুমেন্ট এবং উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে প্রেরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহ অনলাইনে উপ-প্রকল্প ধারণাপত্র দাখিলের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনার জন্য বিগত ৩১ অক্টোবর–১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে। ইতোমধ্যে ৩টি সহযোগী সংস্থার প্রস্তাবিত কর্মএলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও বিগত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জনাব এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সভাপতিত্বে SEP প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ উপ-প্রকল্প ধারণাপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০১টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১২.৪৭ লক্ষ খানায় ৫৬.৯২ লক্ষ জনসংখ্যাকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, স্যানিটেশন ও ভিক্ষুক পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ: মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জন্য বিগত ১৪-১৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে Training on Nutrition শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী এক **প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।** পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই **প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন** ভিয়েতনামভিত্তিক **সেন্টার ফর এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফাম থাই হুঙ। এতে ৩২টি সহযোগী সংস্থার ৩২ জন নারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

'সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
'Training on Nutrition'

বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প: ১০–১১ ও ১৭–১৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার ৮টি ইউনিয়নে নাক, কান, গলা বিষয়ে ৮টি বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো পরিচালনা করেন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান মিয়াজি। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এসব স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ৯ শতাধিক রোগী চিকিৎসা সেবা পেয়েছেন।

প্রশিক্ষণ: নভেম্বর–ডিসেম্বর মাসে দেশের ৪টি জেলার ২৭টি ইউনিয়নে ৫ হাজারের অধিক নারীকে 'মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 'সখিপ্যাড' নামের একটি সামাজিক সংস্থা পিকেএসএফ-এর সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমন্বয় করে। প্রতি ব্যাচে ১০০ জন নারীকে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

শিক্ষা মেলা ২০১৮ উদ্‌যাপন: নভেম্বর–ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ২১টি ইউনিয়নে শিক্ষা মেলার আয়োজন করেছে গণসাক্ষরতা অভিযান।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করছে গণসাক্ষরতা অভিযান।

মতবিনিময় সভা: বিগত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিক্স-এর পোস্ট গ্রাজুয়েট জনাব মোঃ নাজিম উদ দৌলা কর্তৃক ভিক্ষুক পুনর্বাসনের ওপর গবেষণার ফলাফল তুলে ধরতে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সভাপতিত্ব করেন।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ৮৪টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৪৪টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধিকেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি: বর্তমানে ২০১টি ইউনিয়নে ১,২৯৬টি সমৃদ্ধিকেন্দ্র কার্যকর রয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ২,৪৭১টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৭৭টি বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা: শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে মোট ১৯,১৭৫টি অভিভাবক সভা আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় উঠান বৈঠক, স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৬৩৪ জন মানুষকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও এই প্রান্তিকে ২০১টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,৫২৫টি শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রে মোট ১,৬৫,০১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়ক পাঠদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ২,০০০ জন যুব সদস্যকে **'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি,** নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১২ জন বেকার যুবকের চাকরি এবং ২১ জন যুবকের স্ব-কর্মসংস্থান হয়েছে। এ সময়ে ৮টি যুব ফোরাম গঠিত হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন ও বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ৫১ জনকে উদ্যমী সদস্য হিসেবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

এছাড়াও বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় ১১০ জন সদস্য ৮১,২০০/-টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ২৩৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে।

কমিটি গঠন, মাসিক সভা: মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়ন এবং প্রবীণদের সামাজিক সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ২৩৪টি ইউনিয়নের মধ্যে ১৭৩টি ইউনিয়নে প্রবীণদের নিয়ে ৩১১৪টি গ্রাম কমিটি, ১৫৫৭টি ওয়ার্ড কমিটি এবং ১৭৩টি ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে।

অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণদের ভরণ পোষণ: এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে শারীরিক ও আর্থিকভাবে একজন অসহায় ও নিঃস্ব প্রবীণকে মাসিক ৪,০০০/- টাকা প্রদান করে নিজ আয়োজনে বা আগ্রহী পরিবারের সাথে পারিবারিক পরিবেশে রেখে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৪৭টি ইউনিয়নের ৪৭ জন অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিপোষক ভাতা প্রদান: কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে ১০০ জন অসচ্ছল প্রবীণকে মাসিক ৬০০/-টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৯৪৭৪ জন প্রবীণকে প্রায় ৩.৯৩ কোটি টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ সহায়তা প্রদান: ‘বিশেষ সহায়তা’ হিসেবে শারীরিক ও আর্থিকভাবে অসহায় এবং নাজুক প্রবীণকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৫০৫টি হুইল চেয়ার, ১৪২০টি কমোড চেয়ার, ১৪৮৯ জনকে ছাতা, ৭৬৬২ জনকে ওয়াকিং স্টিক, ১৩১১৪ জনকে কম্বল এবং ২৫৮৮ জনকে চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

মৃতের সৎকার বাবদ সহায়তা: দরিদ্র এবং নিঃস্ব প্রবীণগণের মৃত্যুর পর তাদের সৎকারের জন্য তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত কর্মসূচিভুক্ত মৃত ১৪৪৪ জন প্রবীণের সৎকার বাবদ প্রত্যেকের জন্য ২০০০/-টাকা করে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন: কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের আয়োজন রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৫৩টি ইউনিয়নে সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে অধিকাংশের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

প্রবীণ সম্মাননা ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা: ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত প্রবীণ ব্যক্তি কর্তৃক সমাজে সৃজনশীল কাজ, শিক্ষা, সমাজসেবা বা উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা ও পিতা-মাতা ও বয়স্কদের কল্যাণে কাজ করছে এরূপ তরুণকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

PPEPP: অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নতুন প্রকল্প

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনায় নিয়ে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে পিকেএসএফ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরু হতে যাচ্ছে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণের উপকূল অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং হাওর অববাহিকা এলাকায় বসবাসরত প্রায় ২০ লাখ অতিদরিদ্র মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য। ডিএফআইডি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে এই প্রকল্প পরিচালিত হবে।

বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ডিএফআইডি-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব মনোয়ার আহমদ এবং ডিএফআইডি বাংলাদেশের দেশীয় প্রতিনিধি জনাব জিম ম্যাকআলপাইন এতে স্বাক্ষর করেন। দু'টি পর্যায়ে মোট ১০ বছর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ আরও ৫ বছর বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

প্রকল্পভুক্ত Livelihood, Nutrition & Community mobilization – এই তিনটি প্রধান কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করবে পিকেএসএফ। Livelihood কম্পোনেন্টের আওতায় প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও মার্কেট লিংকেজ স্থাপিত হবে। মা, শিশু ও কিশোরীর পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে Nutrition কম্পোনেন্ট। আর Community mobilization কম্পোনেন্টের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমূলক নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পভুক্ত এসব কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিষয় হিসেবে থাকবে দুর্যোগ ও জলবায়ু অভিযোজন, প্রতিবন্ধিতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

পিকেএসএফ ২০১৫ সাল হতে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি ১৯টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ৫১টি শাখার মাধ্যমে দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করছে।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন: প্রকল্পের আওতায় নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে ১১,৩৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্য হতে ইতোমধ্যে ৭,৮৩৪ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে যা মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের ৬৯%।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান: প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডের আওতায় ১৮৫ জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। যে দেশগুলোতে কর্মসংস্থান হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত, ভারত, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, জাপান, ইতালি, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া।

চাকুরিদাতা সমাবেশ: বিগত ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সহযোগী সংস্থা **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** কর্তৃক যশোরস্থ শেখ হাসিনা সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কনফারেন্স রুমে এক চাকুরিদাতা সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কাশেম। বিভিন্ন চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। গ্রাফিক্স ডিজাইন ও আউটসোর্সিং-আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একটি বড় অংশ যশোরে অবস্থিত শেখ হাসিনা সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-এ মজুরিভিত্তিক কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: সহযোগী সংস্থা **টিএমএসএস**-এর বগুড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিগত ৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ৩ মাসব্যাপী Electrical Installation & Maintenance এবং Sewing Machine Operations প্রশিক্ষণ কোর্সের ১ম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কাশেম।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

Accreditation Master Agreement (AMA) স্বাক্ষর: বিগত ২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর ১৮তম বোর্ড সভায় পিকেএসএফ-কে Direct Access Entity (DAE) হিসেবে Accreditation প্রদান করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জিসিএফ-এর পক্ষে Mr. Pa Ousman Jarju, Director, Division of Country Programming এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম Accreditation Master Agreement (AMA)–এ স্বাক্ষর করেন।

Project Preparation Facility (PPF) প্রস্তাবনা দাখিল: খরা অঞ্চলে অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ Agriculture and Livelihood adaptation to drought in North-West High Barind Areas of Bangladesh শীর্ষক একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করেছে। ধারণাপত্রটি হতে বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে একটি Project Preparation Facility (PPF) প্রস্তাবনা জিসিএফ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া Catalysing Climate Change Related Investments in the Agricultural Sector শীর্ষক আরেকটি PPF প্রস্তাবনা বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে দাখিল করা হয়েছে।

জিসিএফ-পিকেএসএফ ভিডিও কনফারেন্স: Simplified Approval Process–এর আওতায় জিসিএফ বরাবর দাখিলকৃত Extended Community Climate Change Project শীর্ষক প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব বিষয়ে ১০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন)-এর সাথে জিসিএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে আলোচনা হয়।

প্রটোকল অনুমোদন: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট কর্তৃক গবাদিপশু ও জুতা কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রটোকল প্রণয়ন চূড়ান্ত করার পর বিগত ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিত্বে পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে সকল কর্মকর্তার মতামতের প্রেক্ষিতে প্রটোকল দুইটি চূড়ান্ত করা হয়।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২৩-২৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী জেলার ৩টি সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁর পরিদর্শনকালে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দীপ্ত টিভি, বিটিভিসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২৩ অক্টোবর তিনি **সোপিরেট**-এর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভা ও লাহারকান্দি ইউনিয়ন কার্যালয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সংস্থার কর্মকাণ্ড বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সভা শেষে কিশোরী ক্লাবের সদস্যসহ স্থানীয় শিশু শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। তিনি পুনর্বাসিত ২ জন উদ্যমী সদস্যের বাড়ি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি একটি উঠান বৈঠক, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, অভিভাবক সভা, স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন।

স্বাগতম
সোপিরেট
SOPIRET

২৪ অক্টোবর ফিতা কেটে, কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে তিনি **সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার** নবনির্মিত প্রধান কার্যালয় ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এরপর তিনি সাগরিকা শিল্পী সমাজের সদস্যদের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

২৫ অক্টোবর তিনি **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা** আয়োজিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও সমৃদ্ধ বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার চানন্দি **সমৃদ্ধি** ইউনিয়ন কার্যালয় ভবন উদ্বোধন করেন। এরপর স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতাভুক্ত সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় উদ্ভাবনী চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় সফল ৫ জন শ্রেষ্ঠ কৃষককে পুরস্কৃত করা হয় এবং একটি প্রবীণপ্রধান পরিবারকে সরকারি খাস জমির মালিকানার খতিয়ান প্রদান করা হয়।

২৬ অক্টোবর তিনি হরণী সমৃদ্ধি ইউনিয়ন কার্যালয় ভবন উদ্বোধন করেন। হরণী ইউনিয়নে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ৫টি শিক্ষাকেন্দ্রের কার্যক্রম, ৫টি সমৃদ্ধ বাড়ি ও একটি কিশোরী ক্লাবের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন।

- তিনি বিগত ২৩-২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা সফর করেন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, পরিচালনা পর্ষদ সদস্য রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, সাধারণ পর্ষদ সদস্য অধ্যাপক শফি আহমেদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিগণ ২৩ নভেম্বর **টিএমএসএস**-এর তেতলী ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতাভুক্ত শিক্ষক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। তাঁরা প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র পরিদর্শন ও প্রবীণদের সাথে মতবিনিময় করেন।

মতবিনিময় সভা
৩নং তেতলী ইউনিয়ন পরিষদ

ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান ২৪ নভেম্বর পিকেএসএফ ও **টিএমএসএস**-এর যৌথ উদ্যোগে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলাধীন উজানধল গ্রামে নির্মিত প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত সাধক 'শাহ আব্দুল করিম স্মৃতি জাদুঘর'-এর শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রতিনিধিগণ ২৫ নভেম্বর সিলেট নগরীর তেররতন এলাকায় পিকেএসএফ-এর অংশী প্রতিষ্ঠান **জমজম বাংলাদেশ** কর্তৃক নির্মিত 'জমজম রোগ নির্ণয় কেন্দ্র' উদ্বোধন ও শিশু সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

- পিকেএসএফ চেয়ারম্যান বিগত ১২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলা সফর করেন। পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ সদস্য প্রফেসর শফি আহমেদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, **গণসাক্ষরতা অভিযান**-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট জনাব মোঃ আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক জাহেদা আহমদ এবং মাজেদা খানম তাঁর সফরসঙ্গী

ছিলেন। সফরকালীন তিনি সহযোগী সংস্থা **ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **অভিযাত্রা** প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত শিক্ষামেলা পরিদর্শন করেন। তিনি মেলা উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি এবং জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মেলা ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

- বিগত ৩১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম চট্টগ্রাম জেলাধীন সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় **সমৃদ্ধি** কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন, সিনিয়র সিটিজেন সম্মাননা প্রদান, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা প্রদান, শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বয়স্কভাতা বিতরণ, প্রবীণদের মাঝে লাঠি, কম্বল, ছাতা, কমোড ও হুইল চেয়ার বিতরণ এবং উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া লিফট কর্মসূচির আওতায় সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের কৌলিক মান সংরক্ষণ এবং পারিবারিক ও প্রজনন খামার পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন** শীর্ষক উদ্যোগ পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জামান খন্দকার, ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মনছুর আলম ও উপ-ব্যবস্থাপক জনাব মামুন উর রশিদ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

- বিগত ১০-১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন নওগাঁ জেলা সফর করেন। তিনি সহযোগী সংস্থা **বেডো** কর্তৃক নওগাঁ জেলা সদর ও পত্নীতলা উপজেলা এবং বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামে বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** এবং **LIFT** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তিনি বেডো রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিআরসি উদ্বোধন শেষে তিনি সংস্থা আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে অংশ নেন এবং বিআরসি কমপ্লেক্সে পালমার জাতের একটি আম গাছের চারা রোপণ করেন। এরপর তিনি সেখানে কুচিয়া ও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ব্রিডিং খামার উদ্বোধন করেন এবং নজিপুর ইউনিয়নের কাঞ্চন গ্রামে কুচিয়া হাব পরিদর্শন করেন।

তিনি ছাতিয়ানগ্রাম ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং শিক্ষা কার্যক্রমের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনাসহ করণীয় নির্ধারণে উত্তরবঙ্গের ১৮টি শাখার ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বেডো রিসোর্স সেন্টার
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিগত ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে **বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)** পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক, জনাব তানভীর সুলতানা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং জনাব মোঃ শাহরিয়ার হায়দার, উপ-ব্যবস্থাপক। প্রতিনিধি দল **বাকৃবি**-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আলী আকবর-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময় করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সিস্টেম-এর পরিচালক প্রফেসর ড. এম এ এম ইয়াহিয়া খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দল **বাকৃবি** উদ্ভাবিত দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তিসমূহ পরিদর্শন করেন। মতবিনিময়কালে উপাচার্য মহোদয় পিকেএসএফ-এর প্রযুক্তি সম্প্রসারণের পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানান এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-কে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুর রহিম পরিচালিত জার্মপ্লাজম সেন্টার, পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ বজলুর রহমান মোল্লা পরিচালিত কালার ব্রয়লার মুরগির প্যারেন্ট স্টক খামার এবং কৃষি প্রকৌশল অনুষদের প্রফেসর ড. মোঃ মঞ্জুরুল আলম পরিচালিত কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

আবাসন ঋণ কর্মসূচি

পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত আবাসন তৈরির জন্য আবাসন ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আবাসন কর্মসূচির কর্মকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে নির্বাচিত ১৫টি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। উপস্থিত ছিলেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

বিগত ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সহযোগী সংস্থার প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী ও ফোকাল পার্সনদের অংশগ্রহণে কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য একদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সফ্টওয়্যারে আবাসন ঋণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিগত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে নির্বাচিত ৬টি সফ্টওয়্যার প্রতিষ্ঠান ও একটি বহিঃসংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মসূচির নীতিমালা ও মূল বৈশিষ্ট্যের ওপর একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি উদ্বোধন করেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ এবং সঞ্চালনা করেন ফাউণ্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক ড.একেএম নুরুজ্জামান। ফাউণ্ডেশনের আইটি শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এম. এ মতিন এবং এমআইএস শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Golam Touhid
Md. Abdul Karim

এই কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৮টি জেলার ২৬টি উপজেলায় ৫৬টি শাখার কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করা হবে।

উপজেলাগুলো হচ্ছে শার্শা, ঠাকুরগাঁও সদর, বগুড়া সদর, পার্বতীপুর, শরীয়তপুর সদর, জয়পুরহাট সদর, ধামুরহাট, বদলগাছী, পাঁচবিবি, পটিয়া সদর, আনোয়ারা, হাটহাজারী, ফেণী সদর, নওগাঁ, ভোলা সদর, চুয়াডাঙ্গা সদর, মৌলভীবাজার সদর, কমলগঞ্জ, রাজনগর, সীতাকুন্ড সদর, ঝিকরগাছা, সুবর্ণচর, কিশোরগঞ্জ সদর, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর এবং রাজশাহী সদর।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

পিকেএসএফ ২০১৬ সাল হতে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা (এলআইসিএইচএস) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী পাঁচটি সহযোগী সংস্থায় এ পর্যন্ত ২৪.৮০ কোটি টাকা ঋণ ও ৬৭.২ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার এবং সম্প্রসারণ বাবদ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পাঁচটি সহযোগী সংস্থা ৬৯৩ জন সদস্যকে ১৯.৬৩ কোটি ৮০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ১০০% ।

বিগত ৪-২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল ‘টেকনিক্যাল মিশন’ সম্পন্ন করেছে। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল সেপ্টেম্বর মাসে সম্পন্নকৃত ‘ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন’-এ প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহের ফলোআপ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

বিগত ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) কর্তৃক পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে ‘Learning of LICHSP: the way forward’ শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ আবাসন খাতের সম্ভাবনার বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী ড.একেএম নুরুজ্জামান ‘টেকসই আবাসন ঋণ’ কার্যক্রমের ওপর একটি তথ্যবহুল উপস্থাপনা প্রদান করেন।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্প

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্পের ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট পিকেএসএফ ৩৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২০১৩ সাল হতে বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৪টি বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী মোট ২৮টি জেলার অতিদারিদ্র্যপ্রবণ ও দুর্গম এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসকল এলাকার লক্ষ্যভুক্ত ৩.২৫ লক্ষ খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

ইতোমধ্যে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৩.২৫ লক্ষ অতিদরিদ্র ও মহিলা খানা প্রধানকে সংগঠিত করে ১,০০,৪১১ জনকে কৃষিজ প্রশিক্ষণ ও ১৪,৯৭১ জনকে অ-কৃষিজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ১০০০ জন যুবক-যুবতীকে ৩ মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬৬,৭৩০ জন গর্ভবতী মহিলা, ৮৫,৮৫৬ জন দুগ্ধদানকারী মা এবং ০-৫৯ মাস বয়সী ২,৪২,৯১২ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এযাবৎ ৮৯৩টি উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব এবং ১১৪৪টি উজ্জীবিত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ফোরাম ও পুষ্টি কর্ণার গঠন করা হয়েছে। এই সকল কিশোরী ক্লাব ও স্কুল ফোরামের মাধ্যমে প্রায় ১,৯২,০০০ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৭৭৮টি পুষ্টি গ্রাম উন্নয়ন করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ২ লক্ষ ফলজ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভা

২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের অগ্রগতি এবং অর্জিত ফলাফল পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভার উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, প্রকল্পটি 'ভিশন ২০২১'-এর আলোকে অতিদারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩৬টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, ঋণ সমন্বয়কারী ও ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের সমন্বয়কারীসহ মোট ১৫০ জন কর্মকর্তা সভায় অংশগ্রহণ করেন। জনাব গোলাম তৌহিদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার প্রফেসর শফি আহমেদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। ড. একেএম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও টীম লিডার (ইউপিপি-উজ্জীবিত) সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি এবং অর্জিত ফলাফল সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।

FOOD SECURITY 2012-BANGLADESH UJJIBITO
ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের অগ্রগতি ও অর্জিত ফলাফল পর্যালোচনা সভা

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫-এর আলোকে পিকেএসএফ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করেছে।

ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন উদ্যোগের অগ্রগতি ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইনোভেশন টিম বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করছে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে নিয়মিত মাসিক সভা সম্পন্ন করেছে।

Skill Learning Platform

গৃহীত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য 'বিএফটিএন' পদ্ধতিতে ইতোমধ্যে ১৮৪৩.৯৫ কোটি টাকা চুক্তি অনুসারে সংস্থার নির্ধারিত ব্যংক একাউন্ট বরাবর বিতরণ করা হয়েছে। এই টাকা জানুয়ারি–ডিসেম্বর ২০১৮-এর মধ্যে সংস্থাসমূহের অনুকূলে বিতরণকৃত মোট টাকার ৫৭ শতাংশ।

'প্রতিবন্ধীদের জন্য ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ' বিষয়ক উদ্ভাবনী ধারণাটি বর্তমানে বগুড়া, যশোর ও পিরোজপুর জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত ৬৭৬ জন প্রতিবন্ধী সদস্যকে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন টিমের কর্মকাণ্ডের ওপরে ১৫ মিনিটের একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে। উদ্ভাবনী ধারণা 'রিয়েল টাইম অনলাইন প্রশিক্ষণ' বাস্তবায়নের জন্য যশোরের **আরআরএফ** সংস্থার সাথে একটি প্রশিক্ষণের পাইলটিং অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে।

এ সময় ইনোভেশন টিমের সাথে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩ জনাব গোলাম তৌহিদ। অপর উদ্ভাবনী ধারণা 'স্কিল লার্নিং প্লাটফর্ম' বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

বিগত ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নতুনত্ব নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব একিউএম গোলাম মাওলা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত সভায় পিকেএসএফ-এর প্রতিনিধিত্ব করেন।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

পিকেএসএফ-এর সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট-এর আওতায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ৪১টি ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**-এর মাধ্যমে এই ইউনিট সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো ‘কিশোরী ক্লাব’ পরিচালনা।

বিগত ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**-এর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কিশোরী ক্লাব ও ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বিয়ের ঘটক, কাজী ও ইমামদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে একটি ‘সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর’ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ পরিচালিত সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বন্ধ হলো আফসানার বাল্যবিয়ে

আফসানা। নবম শ্রেণির ছাত্রী। ১৪ বছর বয়সী আফসানা গরীব পরিবারের সন্তান। বাবা-মা বেশ কষ্ট করেই পড়াশোনা চালিয়ে যান। এই বয়সেই আফসানা এই কথা বোঝে যে, লেখাপড়া শেষ করে সে যদি একটি ভালো কাজ জোটাতে পারে, তাহলে হয়তো বা গরিব মা-বাবার মুখে হাসি ফুটবে। হয়তো বা ছোট ভাই যে এখন স্কুলে যাচ্ছে তাকে ক’দিন পরে মাঠে কাজ করতে যেতে হবে না। ছাত্রী হিসেবে সে বেশ ভালো। তাই এমন ভবিষ্যৎ সে তো আঁকতেই পারে।

আফসানাদের বাড়ি আসাননগর গ্রামে, ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলায়। গ্রামীণ পরিবারের মেয়ে আফসানা হঠাৎ একদিন মা-বাবার নিচু স্বরের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারে পাশের গ্রামের এক ছেলেকে নিয়ে তারা কথা বলছেন। বুঝলো বাবা-মা তার বিয়ের ব্যাপারেই কথা বলছেন। কিন্তু সে নিজে থেকে এই বিয়ের প্রতিবাদ করার সাহস পেলো না। তখন সে যোগাযোগ করলো তার চাচাতো ভাই সাইফুলের সাথে।

সাইফুল কয়েকবার তাকে বলেছে এলাকার **শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন** কম বয়সে বিয়ে দেয়ার উদ্যোগে বাধা দেয়। সাইফুল নিজে এসে আফসানার বাবা-মার সাথে কথা বললো। তারা এতে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হলেন।

সাইফুল তখন আফসানার স্কুলে গিয়ে আফসানার সহপাঠীদের ব্যাপারটি জানালো। স্কুলের পরে আফসানার সহপাঠী এবং **শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন**-এর কর্মীরা আফসানার বাবা-মাকে অনেক করে বুঝালেন। সে সময় আফসানাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, ‘আমি তো তোমাদের জন্যই লেখাপড়া করতে চাই। তোমাদের এতো কষ্ট দেখে আমার খুব খারাপ লাগে। বড় হয়ে আমি চাকরি করবো। আমি এখন বিয়ে করবো না’। পরিবেশটা খুব ভারী হয়ে আসে। এক সময় আফসানা গিয়ে তার মা’কে জড়িয়ে ধরে। তার মা সবাইকে জানিয়ে দেন, আফসানা লেখাপড়া করবে। এই বিয়ে হবে না।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর ‘সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি’ ৬০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিগত অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে সারাদেশে শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনসহ বিষয়ভিত্তিক ৯০টি সাংস্কৃতিক এবং ১১০টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সহযোগী সংস্থা মৌসুমী বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১৮ আয়োজন করে।

সহযোগী সংস্থা **আরআরএফ** বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর ইউনিয়নে ১৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজয় দিবস ২০১৮ মিনি ম্যারাথন ও সাইক্লিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

এছাড়া ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে একই জেলার সদর উপজেলার ১২টি বিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে বিতর্ক, আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সহযোগী সংস্থা **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি** ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে নেত্রকোনা সদর উপজেলার সিংহেরবাংলা ইউনিয়নে নবান্ন উৎসব, নবীন প্রবীণ মেলা ও বিচিত্রানুষ্ঠান আয়োজন করে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার উচ্চ/মধ্যম ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহের চাহিদাভিত্তিক ও দক্ষতাভিত্তিক মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মূলস্রোতের আওতায় ৮টি পৃথক মডিউলের ওপর মোট ১৭টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৫৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ পিকেএসএফ ও আইএনএম-এর প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে আয়োজন করা হয়।

কোর্সের নাম	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	ভেন্যু
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৫	২৮	৩৯	পিকেএসএফ
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫	১১	২০	পিকেএসএফ
ক্রয় ও মজুদ ব্যবস্থাপনা	৫	১৪	২০	পিকেএসএফ
মূসক ও কর	৫	২৭	৪০	পিকেএসএফ
সফটওয়্যারভিত্তিক মনিটরিং ও সুপারভিশন	৪	৩০	৫৮	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা হিসাবরক্ষকদের জন্য)	৪	৭৬	৮৮	আইএনএম
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা	৪	৫৮	৬৭	আইএনএম
প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ	৫	২০	২২	আইএনএম

Training
On
Procurement & Inventory Management
Participants: High/Mid Level Officials of PKSF POs
Duration
November , 2018
Venue: PKSF Tr
Centre, PKSF Bhaban, Dhaka.
Palli Karma
ak Foundation (P

ইন্টার্ন কার্যক্রম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৬ জন, ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইকোনমিক্স-এর ৫ জন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১ জন, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের ৩ জন এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ পর্যায়ের ১ জনসহ মোট ১৬ জন শিক্ষার্থী পিকেএসএফ এ ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করছেন।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

ফাউণ্ডেশনের জনবল শাখার আয়োজনে বিগত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে পিকেএসএফ-এর ৪২ জন কর্মকর্তা ৪টি ব্যাচে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
Pre Service Training	৪-১১ নভেম্বর ২০১৮ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
E-File (Nothi) Software Training	১১-১২ নভেম্বর ২০১৮ পিকেএসএফ ভবন	এক্সেস টু ইনফরমেশন এবং পিকেএসএফ
Training Course on “Preparation of Reports and Write-Ups”	১১-১৫ নভেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সোসাইটি	বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সোসাইটি
Finance for Non-Finance Manager (FNM)	২ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর ২০১৮ ব্যবসা প্রশাসন অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ব্যবসা প্রশাসন অনুষদ

বিদেশে প্রশিক্ষণ

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে পিকেএসএফ-এর ১৭ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

- পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম ৯-১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পোল্যান্ডের কাটিচ-এ অনুষ্ঠিত ‘Conference of the Parties (Cop-24)’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

BANGLADESH

- ৫-৭ ডিসেম্বর ২০১৮ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত World Bank-KDI School International Conference on the Changing Nature of Work: Are We Ready? শীর্ষক প্রশিক্ষণে ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব আবুল কাশেম এবং SEIP প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার জনাব কাজী মশরুর-উল-আলম অংশগ্রহণ করেন।

The Changing Nature of Work: Are We Ready?
The Changing Nature of Work: Are We Ready?

- ড. মোঃ জসীম উদ্দীন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগত ১৭-২১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে HelpAge International এর অর্থায়নে এবং International Training Centre of ILO, the Regional Office for Asia and the Pacific, UNESCAP এবং HelpAge International কর্তৃক মালয়েশিয়ায় আয়োজিত Pension Policy বিষয়ক একটি Executive Course-এ অংশগ্রহণ করেন।

- উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ ৪-১০ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে Integrated Development Foundation এর অর্থায়নে এবং Center for Education and Community Development (CECD) আয়োজিত ভিয়েতনামে Visit and Experience on Dry Fruit Processing শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৫-১৭ অক্টোবর ২০১৮ ফিলিপাইনে Global Water Partnership (GWP) এর অর্থায়নে আয়োজিত Green Climate Funding from National Designated Authority (NDA) শীর্ষক প্রশিক্ষণে ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমেদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) অংশগ্রহণ করেন।

  তিনি ১৯-২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ইথিওপিয়ায় Green Climate Fund এর অর্থায়নে আয়োজিত Green Climate Fund Structured Dialogue with Least Development Countries (LDCs) শীর্ষক প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করেন।
- ফাউণ্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ ৮-১০ অক্টোবর ২০১৮ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এবং ব্যাংক অব সিলোন কর্তৃক শ্রীলংকায় আয়োজিত 70th EXCOM and 21st GA of APRACA and Regional Policy Forum on Financing MSMEs: Solution for the Missing Middle শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক ৯-১৩ অক্টোবর ২০১৮ সময়কালে চীনে অনুষ্ঠিত Fundamentals of M&E I শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি PRIME কর্মসূচি থেকে আয়োজন ও অর্থায়ন করা হয়।
- ড. এ. কে. এম. নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং জনাব মোঃ মেছবাহুর রহমান উপ-মহাব্যবস্থাপক বিগত ৭-৯ নভেম্বর ২০১৮ সময়কালে থাইল্যান্ডে VCB-N-এর অর্থায়নে এবং VCB-N under HELVETAS Swiss Inter-cooperation, ভিয়েতনাম আয়োজিত Annual General Meeting of the Value Chain Capacity Building Network for Scaling up of Pro-Poor Value Chain শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ১৮-১৯ অক্টোবর ২০১৮ ইন্দোনেশিয়ার যুগজাকার্তা শহরে Inclusive and Sustainable Rural Transformation: IFAD’s Priorities in the Asia Pacific Region for 2019-2021 শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

  ২২-২৪ অক্টোবর ২০১৮ সময়কালে জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম, ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট, PACE প্রকল্প একই শহরে Financial Management শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

  প্রশিক্ষণসমূহের আয়োজক ও অর্থায়নকারী যথাক্রমে International Fund for Agricultural Development (IFAD) এবং PACE প্রকল্প।
- ২-৪ অক্টোবর ২০১৮ ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপক এবং জনাব কাজী আবুল হাসনাত, উপ-ব্যবস্থাপক থাইল্যান্ডে Convening and Facilitating Multi-stakeholder Dialogues in Value Chain Development শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

  প্রশিক্ষণটি Value Chain Capacity Building Network (VCB-N)-এর অর্থায়নে এবং VCB-N under HELVETAS Swiss Inter-cooperation, ভিয়েতনাম আয়োজন করেছে।
- জনাব মোঃ রবিউজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) ৫-৯ নভেম্বর ২০১৮ গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার অর্থায়ন ও আয়োজনে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত Public Officials from Developing Countries শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং Climate Change Projects and Programs (CCPP) শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।
- জনাব মোঃ মাহমুদুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে থাইল্যান্ডে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর অর্থায়ন ও আয়োজনে Enhancing Readiness of ADB’s Development Member Countries for Scaled Up Climate Finance শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৭৩১৬.৪০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩১৭৭৯৮.৫২ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৩০ ভাগ। নিচে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	২২৫৭২	৩২১০.০১
জাগরণ	১২৬৯৭২.১৯	১৯৯৪৬.৯৩
অগ্রসর	৫৫৭৫১.২০	১৪৯৯৯.৫৭
সাহস	১০১৪.২০	২৯৭.০০
সুফলন	৮১৩০১.৬০	৪০০০.০০
কেজিএফ	৭২৫৭.০০	৭৪৯.৫০
সমৃদ্ধি	৪৩৯৭.৭৩	২৪১৪.২৩
এসডিএল	৩৩০.০০	২৫৬.০০
লিফ্‌ট	১১৭৫.৭৯	৫৪৯.০৯
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৩০৪৬.৪৪	৪৬.৮৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**৩০৩৮১৮.১৪**	**৪৬৪৬৯.১৫**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.০০
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	১৭৮.০০	১৭২.১১
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	০.০০	০.০০
মোট (প্রকল্পসমূহ)	১৩৯৮০.৩৭	৩৬৯.৩২
সর্বমোট	**৩১৭৭৯৮.৫২**	**৪৬৮৩৮.৪৭**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৭-১৮) (জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৭) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৮-১৯) (জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৮) (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	২৫৫১.৮০	২৫০৬.৯০
অগ্রসর	২০১২.৯০	২২০৩.০০
বুনিয়াদ	৫৪৩.০০	৫৮১.৫০
সুফলন	১৪০৩.৫০	১৬৭৮.২০
সাহস	৪১.০০	৩.০০
স্যানিটেশন	৩৫.০০	২০.০০
কেজিএফ	১৭৩.০০	২২৪.৫০
লিফট	৫২.৯২	৬৭.৩০
সমৃদ্ধি	২০.০০	৫.০০
আবাসন	০.০০	০.০০
এলআইসিএইচএসপি	০.০০	২৭.০০
মোট	**৬৮৩৩.১২**	**৭৩১৬.৪০**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৮–১৯ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১১১.০১ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৩১৭২.০৯ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৪। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৫০.১০ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ১০.৩৮ মিলিয়ন। যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৯৪ জনই মহিলা।

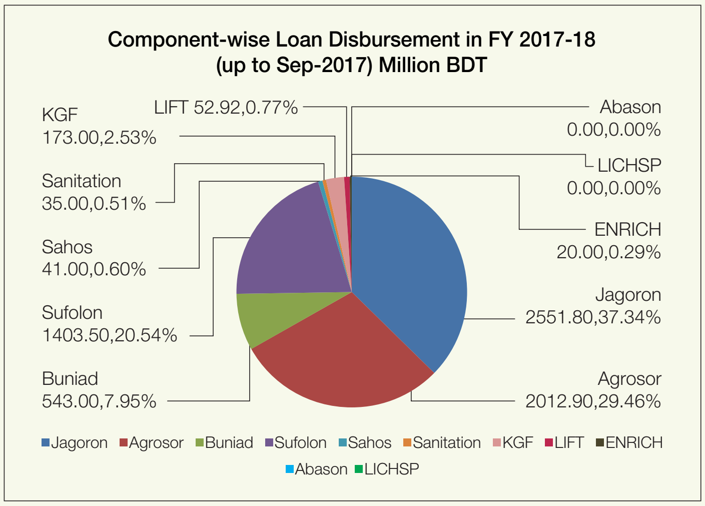
Component-wise Loan Disbursement in FY 2017-18 (up to Sep-2017) Million BDT

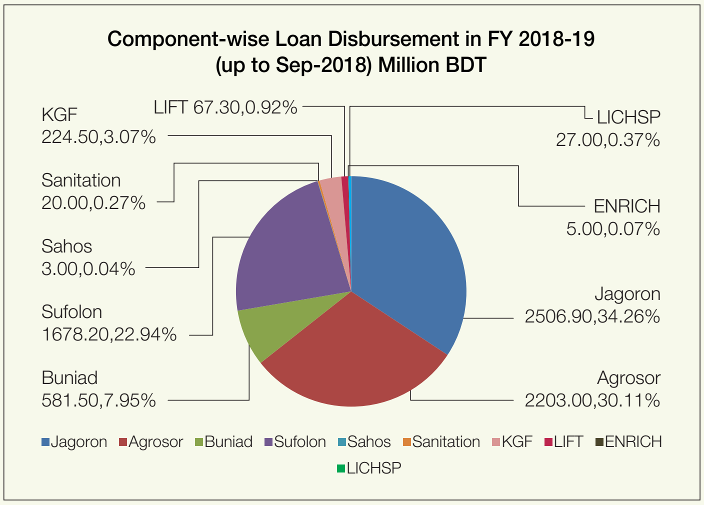
Component-wise Loan Disbursement in FY 2018-19 (up to Sep-2018) Million BDT

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত প্রায় তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : **জনাব মোঃ আবদুল করিম**
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : **অধ্যাপক শফি আহমেদ**

সদস্য : **সুহাস শংকর চৌধুরী**
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে কৌশলগত সভা

Strategic Meeting with Partner Organizations of PKSF
Chair Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman, PKSF
Welcome Speech Md. Abdul Karim
Managing Director, PKSF
Date : 29 November 2018
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Md. Abdul Karim
Md. Fazlul Kader

বিগত এক দশকে ক্ষুদ্র অর্থায়নের গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত উন্নয়ন ধারণার আলোকে দারিদ্র্যের বহুমুখীনতা মোকাবেলার জন্য সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য এনেছে পিকেএসএফ। সহযোগী সংস্থাদের সাথে নিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সরকারি উদ্যোগের সহায়ক কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত অর্থায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সুদৃঢ়করণে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিরূপণে সম্প্রতি সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে একটি কৌশলগত সভা আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে গত ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় ১৫৪টি সহযোগী সংস্থার শীর্ষ নির্বাহীসহ মোট ৩০৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এই প্রথম সহযোগী সংস্থাসমূহের সঙ্গে এ ধরনের একটি কৌশলগত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম 'Three Decades of PKSF's Journeys: The Paradigm Shift', উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের 'Scaling up Economic Activities: Poverty Reduction to Enterprise Development', উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন 'Good Governance: Promoting Leadership to Ensure Transparency, Accountability and Institutional Sustainability' এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ 'Capacity Building: Developing Skill Based Manpower' বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

উপস্থাপনাসমূহে উল্লেখ করা হয়, গত তিন দশকে পিকেএসএফ-এর সবচেয়ে বড় অর্জন মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা প্রতিষ্ঠা করা, যা এই প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানে একটি মানবকেন্দ্রিক টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এছাড়া, SDG অর্জনে পিকেএসএফ ১২টি লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে। পিকেএসএফ পরিবার উপযুক্ত অর্থায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমের সমন্বিত উন্নয়ন ধারণার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার স্বপ্ন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সভায় **সমাজ ও জাতি গঠন (সজাগ)**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল মতিন তাঁর বক্তব্যে, একজন সামাজিক উদ্যোক্তা যাতে শুধুমাত্র একজন চাকুরিজীবী না হন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেন। সহযোগী সংস্থা **ইএসডিও**-র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আইনগত ও গুণগত প্রতিপালন বিষয়ক চ্যালেঞ্জকে বিবেচনায় আনার জন্য আহ্বান জানান। **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**-র নির্বাহী পরিচালক জনাব মহসিন আলী ক্ষুদ্রউদ্যোগ উন্নয়নে দরিদ্রবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন ও এক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে ভূমিকা রাখতে পারে তা উল্লেখ করেন।

এছাড়া, **পিদিম ফাউন্ডেশন**-র নির্বাহী পরিচালক জনাব এ্যাডভিন বরুণ ব্যানার্জি **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি**-র নির্বাহী পরিচালক বেগম রোকেয়া এবং **পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**-র নির্বাহী পরিচালক জনাব ইকবাল আহম্মদসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও তাদের প্রতিনিধিরা ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, পিকেএসএফ-এর কর্মদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে আরো বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পাঁচটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (মানবিক উন্নয়নে দার্শনিক ভিত্তি; Enterprise Development, Market Linkage and Development; Governance Gaps; Capacity Gaps এবং Sustainable Poverty Reduction and Sustainable Development) পাঁচটি কমিটি গঠন করা হয়।